# হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সা.)-এর দিব্য দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণীতে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের শুভ সংবাদ।

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ অর্থাৎ নবীদের সত্যতার মানদণ্ড হিসেবে অদৃশ্যের সংবাদ প্রাপ্তি ও প্রদানকে, তাদের সত্যতার এক অকাট্য প্রমান হিসেবে নির্ণয় করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝
إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ
مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝

অর্থাৎ (তিনি) অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত! আর তিনি কাউকে তাঁর অদৃশ্য জগতের কর্তৃত্ব দান করেন না। কেবল তাকে ছাড়া যাকে তিনি (তাঁর) রসূলরূপে মনোনীত করেন। আর তাঁর সামনে ও তাঁর পিছনে (ফেরেশ্তারা) প্রহরীরূপে চলছে। *(সূরা আল জিন্: ২৭-২৮)*

নবীদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান প্রদানের মাধ্যম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن
وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ
مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

অর্থাৎ আর কোন মানুষের এ যোগ্যতা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে (সরাসরি ) কথা বলবেন, তবে কেবল ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা কোন বার্তাবাহক পাঠানোর মাধ্যমে, যে তাঁর আদেশানুযায়ী তা-ই ওহী করে যা তিনি চান। নিশ্চয় তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাবান (ও) পরম প্রজ্ঞাময়। *(সূরা আশ্ শুরা: ৫২)*

অর্থাৎ নবীগণ ওহী, ইলহাম, সত্য স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনের মাধ্যমে অদৃশ্যের সংবাদ লাভ করে থাকেন।

আলেমুল গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্য ও ভবিতব্য, সব বিষয়াদী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আল্লাহ্র কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে কেবল নবীগণই মানব জাতির কাছে তা উপস্থাপন করেন। এ পৃথিবীতে অনেক এমন লোক রয়েছে যারা নবীদের যুগে অথবা তাদের গত হয়ে যাবার পরবর্তী সময়ে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার কথা বলে দাবী করে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মিথ্যা ও ভুল বলে প্রমাণিত হয়। তবে জেনে রাখা আবশ্যক, অদৃশ্য বিষয়ের যে সব জ্ঞান নবীগণকে দেয়া হয়, ঐগুলোর প্রকৃতি, ব্যাপকতা, গভীরতা, গুরুত্ব, বিশ্বস্ততা ও জনকল্যাণ-মুখিতা এবং বিশেষ করে ওহী-ইলহামকে প্রক্ষেপমুক্ত ও অবিকৃত অবস্থায় রাখা ও এর রক্ষা করা ইত্যাদি গুণাবলী এমনি অতুলনীয় যা অন্য সব জ্ঞান হতে স্বতন্ত্র ও অনন্য। ওহী ইলহাম অর্থাৎ অদৃশ্যের সংবাদ দাতা ও এর নিয়ন্ত্রনকর্তা আল্লাহ্ তা'লা। তাই তিনি অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকে নবীদের সত্যতার মানদণ্ড হিসেবে নির্ণয় করেছেন এবং এসবের পূর্ণতার মাধ্যমে নবীদেরকে তিনি শত্রুদের ওপর বিজয় প্রদান করে থাকেন।

সাইয়্যেদুল আম্বিয়া নবী করীম (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা 'বশীর' অর্থাৎ– সুসংবাদদাতা এবং 'নযীর' অর্থাৎ– সতর্ককারী উপাধীতে ভূষিত করেছেন। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সাথে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনাবলী এবং কোন কোন ঘটনার অংশবিশেষ আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) সত্য স্বপ্ন ও কাশ্ফের (দিব্যদর্শন) মাধ্যমে এভাবে দেখিয়েছেন যে, মানুষ আশ্চার্যান্বিত হয়ে যায়, আর ভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর কথাগুলো এভাবে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে পারে!

যেমন একবার কসুফের নামাযের মধ্যে মহানবী (সা.)-কে দিব্যদর্শনে একটি দৃশ্য দেখানো হয়। নামাযের পর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন নামাযের মধ্যে আপনি একবার এগিয়ে গেলেন আরেকবার পিছনে আসলেন এর কারণ কি? তিনি (সা.) বললেন, নামাযের মধ্যে আমাকে এখানে ভবিষ্যতের সেসব দৃশ্য দেখানো হয়েছে যা সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এমন কি আমাকে জাহান্নাম ও জান্নাত দেখানো হয়েছে। এ দিব্যদর্শন এতো স্বচ্ছ ও বাস্তব ছিল, জান্নাতের নেয়ামত সমূহ থেকে কিছু নেয়ার জন্য তিনি (সা.) এগিয়ে যান এবং জাহান্নামের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে তিনি পিছিয়ে যান। *(বুখারী কিতাবুল কুসুফ)*

মহানবী (সা.)-এর অনেক রুইয়া (সত্য স্বপ্ন) ও কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শন) হাদীসের গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। এ সব বিষয়ের বর্ণনা পড়লে বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ জানা যায়। তাঁর এ সব রুইয়া ও কুশুফকে কয়েকভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কিছু যা তাঁর (সা.)-এর জীবনে হুবহু পূর্ণতা লাভ করেছে আর কিছু রুইয়া ও কুশুফ তাঁর (সা.)-এর জীবনে তা'বীরী অর্থে অর্থাৎ ব্যাখ্যা মূলক অর্থে পূর্ণ হয়েছে। কিছু রুইয়া ও কুশুফ তা'বীরী অর্থে প্রকাশিত ও পূর্ণ হবার পর মহানবী (সা.) এর অর্থ বুঝতে পেরেছেন। নতুবা তাবীরী অর্থে প্রকাশিত হবার পূর্বে তিনি (সা.) এর অর্থ অন্য কিছু বুঝেছিলেন। আর কিছু রুইয়া ও কুশুফ যেগুলো সম্পর্কে তিনি (সা.) নিজ উম্মতকে অবগত করে গেছেন যা তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে বা হবে বা হতে থাকবে। তা হতে এখানে কয়েকটি লিপিবদ্ধ করছি।

অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ও সত্যস্বপ্ন মহানবী (সা.)-এর জীবনে হুবুহু অর্থাৎ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ। বিয়ের পূর্বেই হযরত আয়েশা (রা.)-এর ছবি দেখিয়ে বলা হয়েছে ইনি হলেন তোমার স্ত্রী। এ সত্ত্বেও তিনি (সা.) এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করলেন এবং বললেন এ রুইয়া যদি বাস্তবেই পূর্ণ হবার থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এর ব্যবস্থা করে দিবেন। (বুখারী কিতাবুন্ নিকাহ্)। পরবর্তিতে প্রতিকুল অবস্থা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এ বিয়ে সম্পন্ন হয়।

মহানবী (সা.)-এর কিছু ভবিষ্যদ্বাণী ও রুইয়া এমন ছিল যা তাঁর (সা.) জীবদ্দশায় পূর্ণ হয়েছিল তবে তা বাহ্যিক ভাবে হুবহু পূর্ণতা লাভ করেনি বরং তা তা'বীরী রূপে অর্থাৎ ব্যাখ্যামূলক অর্থে পূর্ণতা লাভ করেছে। এরূপ অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ও রুইয়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, উহুদ যুদ্ধের পূর্বে মহানবী (সা.) দিব্যদর্শনে কয়েকটি গাভী জবাই করার দৃশ্য দেখেন, নিজে তরবারী চালাচ্ছেন এবং এই তরবারীর অগ্রভাগ ভেঙ্গে যাওয়ার দৃশ্য দেখেছেন। (বুখারী কিতাবুত তা'বীর) মহানবী (সা.) -এর এ দিব্যদর্শন উহুদের যুদ্ধে সত্তর (৭০) জন মুসলমানের শাহাদত, মহানবী (সা.)-এর দাঁত শহীদ হওয়া এবং তাঁর আহত হবার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে।

মহানবী (সা.)-এর কিছু রুইয়া ও কুশুফ এমন রয়েছে, যেসবের তা'বীর তিনি (সা.) যা মনে করেছিলেন পরবর্তীতে তা ভিন্নতর রূপে তাঁর জীবনে পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন মহানবী (সা.)-কে কাশ্‌ফে খেজুর গাছ বিশিষ্ট স্থানকে দারুল হিজরত রূপে দেখানো হয়েছে। তিনি (সা.)-এর অর্থ করেছিলেন ইয়ামামা। পরবর্তীতে তা মদীনা রূপে প্রমাণিত হলো। *(বুখারী কিতাবুত তা'বীর )*

মহানবী (সা.)-এর কিছু রুইয়া (সত্য স্বপ্ন) যা প্রাথমিকভাবে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে হয়েছে কিন্তু তিনি (সা.) পরবর্তিতে বুঝতে পারলেন, এ রুইয়া তাঁর (সা.) মৃত্যুর পর প্রকাশিত হবে। তখন তিনি (সা.) তদনুযায়ী এসব ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর (সা.) উম্মতকে জানালেন। তাঁর (সা.)-এর মৃত্যুর পর এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে। যেমন, মহানবী (সা.) বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার হাতে সোনার দু'টি কংকন আর আমি তা অপছন্দ করে কেটে ফেললাম। এর পর আমাকে আদেশ দেয়া হলো, আর আমি এ দুটিতে ফুঁ দিলাম আর সে দুটি উড়ে গেলো। আমি এর তা'বীর করলাম দু'জন মিথ্যাবাদী আমার পর প্রকাশিত হবে।' উবায়দুল্লাহ্ বলেন, এর দ্বারা আস্‌ওয়াদ আনসি এবং মুসায়লেমা কায্‌যাব কে বুঝানো হয়েছে। *(বুখারি কিতাবুল মাগাযি ওয়া কিতাবুত্ তা'বীর)*

একবার মহানবী (সা.) বললেন 'আমাকে পৃথিবীর সম্পদের চাবি দেয়া হয়েছে। এমনকি সেগুলোকে আমি আমার দেখেছি।' হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পর আমরা ঐ সম্পদগুলো অর্জন করছি। *(বুখারি কিতাবুত্ তা'বীর)*

মহানবী (সা.)-এর কিছু কাশ্‌ফ ও রুইয়া এমন রয়েছে যা আখেরী যামানার সাথে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে কিছু সতর্ককারী সংবাদ এবং সুসংবাদও রয়েছে। মহানবী (সা.)-কে এগুলোর তা'বীর সম্পর্কে জ্ঞাত করা হয়নি এবং তিনি (সা.) নিজেও এর তা'বীর বর্ণনা করেন নি। তবে পরবর্তী যুগে এসব ভবিষ্যদ্বাণীর তা'বীর প্রকাশিত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে। যেমন, মহানবী (সা.) রুইয়াতে মসীহ্ মওউদ এবং দাজ্জালকে কাবা গৃহের তাওয়াফ করতে দেখেছেন। *(বুখারী কিতাবুত তা'বীর)*

অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, দাজ্জাল মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। এজন্য উম্মতের আলেমগণ এই কাশ্‌ফের তা'বীর এই করেছেন যে, দাজ্জালের কাবা গৃহের তাওয়াফ করার অর্থ হলো ইসলামের ক্ষতি সাধন করা ও ধ্বংস করার চেষ্টা করা। আর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাবা গৃহের তাওয়াফ করার অর্থ হলো কাবা গৃহ ও ইসলামের নিরাপত্তা বিধান করা। *(মাযাহেরুল হাক্কে, শারাহ্ মিশকাতুল মাসাবিহ, চতুর্থ খন্ড, ৩৫৯ পৃ)*

সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ এবং ইমাম মাহদী (আ.) দ্বারা ইসলামের নিরাপত্তা বিধানের যে সুসংবাদ মহানবী (সা.) দিয়ে গিয়েছিলেন আজ তা আহমদীয়া মুসলিম জামাত দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। আর কাবা গৃহের নিরাপত্তা তাও আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের হৃদয় নিংড়ানো দোয়া দ্বারা হচ্ছে।

মহানবী (সা.)-কে তাঁর উম্মতের আধিক্য, মর্যাদা ও প্রাচুর্য্যের দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, "আমার

উম্মতের আধিক্য দেখে আমি আশ্চার্যান্বিত হয়েছি। তাদের দ্বারা (হাশরের) ময়দান ভরে গেছে।" *(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল , প্রথম খন্ড, পৃ: ৩-৮)*

তিনি (সা.) উম্মতের এমন সৌভাগ্যবানদের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন যারা হিন্দুস্তানে জিহাদ করবে এবং আরো এক দলের কথা তিনি (সা.) আমাদের জানিয়েছেন যারা মসীহ মওউদ -এর সঙ্গী হবে। *(নিসাই কিতাবুল জিহাদ)*

এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথমাংশ ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মদ বিন কাশেম এর মাধ্যমে সিন্ধু প্রদেশের বিজয় দ্বারা উপমহাদেশের বিজয় শুরু হয়। তিনি সিন্ধুর অত্যাচারী রাজার হাত থেকে সেখানকার লোকদেরকে উদ্ধার করেন এবং সেখানে শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। তার উত্তম ব্যবহারে এবং উত্তম আচরনের কারণে সেখানকার অধিবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

এ ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশের সম্পর্ক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের সাথে। সে যুগে সৌভাগ্যবানদের এক দল হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর নেতৃত্বে ধর্মের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা ও জান মালের কুরবানী দিবে। তাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করে তাদেরকে নিজের ভাই বলে সম্বোধন করেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, দ্বিতীয় খন্ড) এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে 'তারা আমাকে দেখেছে এবং আমার ভালোবাসায় তারা বড় বড় কুরবানি করবে। (মুসনাদে দারেমী , কিতাবুর রিকাক)। তিনি (সা.) আরো জানিয়েছেন, 'মসীহ মাওউদের যামানায় আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মের অসাড়তা প্রমাণ করে দিবেন এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠিকে মিটিয়ে দিবেন। *(আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম)*

ইসলামের মহা বিজয়ের সংবাদ তিনি, এভাবে দিয়ে গেছেন 'আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলকে আমার জন্য গুটিয়ে দেখিয়েছেন।' এর তা'বীর সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন, আমার উম্মত পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে অবশ্যই রাজত্ব লাভ করবে, আর তা আমাকে দিব্যদর্শনে দেখানো হয়েছে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতন্)

আগামীতে এ ভবিষ্যদ্বাণী কি রূপে পূর্ণ হবার ছিল সে দৃশ্য আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে খন্দকের যুদ্ধে দেখিয়ে ছিলেন। সাহাবারা সবাই ক্ষুধার্ত, খাদ্য নেই। সে সময় মহানবী (সা.)-এর পেটে তিনটি পাথর বাঁধা। কাফের ও মুনাফেকদের মরণ-কামড়, এর বিপক্ষে মহানবী (সা.) আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলছিলেন। সবাই ক্লান্ত। সে সময় একটি বড় পাথর ভাঙ্গতে অপারগ হয়ে সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (সা.)-এর শরণাপন্ন হন। তিনি (সা.) বললেন, এর ওপর পানি ফেল। এরপর মহানবী (সা.) কোদাল দিয়ে আঘাত করেন, পাথরের একাংশ ভেঙ্গে গেল। মহানবী (সা.) উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বললেন। তিনি (সা.) বললেন, সিরিয়ার চাবি আমার হাতে দেয়া হয়েছে, খোদার কসম! সিরিয়ার লাল রংয়ের প্রাসাদসমূহ আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। এরপর দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন, পাথরের আরেকাংশ ভেঙ্গে গেল। তিনি (সা.) উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বললেন আর সাহাবাদের জানালেন, ইরানের চাবি আমার হাতে দেয়া হয়েছে এবং আমি মাদায়েনের সাদা রংয়ের প্রাসাদ সমূহ এখান থেকে আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি (সা.) তৃতীয়বার পাথরটির ওপর আঘাত করলেন আর পাথরটি টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তিনি (সা.) পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বললেন । সাহাবীদের বললেন ইয়ামানের চাবি আমাকে দেয়া হয়েছে। খোদার কসম! সানা শহরের প্রাসাদ সমূহ আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। *(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, দ্বিতীয় খন্ড , পৃ: ৩০৩)*

এ এক মহান আধ্যাত্মিক দিব্যদর্শন ছিল। একদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত, খাদ্যাভাবে পেটে পাথর বাঁধা এবং জীবন সংকটাপন্ন , সে সময়ে ঐশী অঙ্গীকার অনুযায়ী সাহাবাদেরকে মহান দুটি সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হবার সংবাদ দিচ্ছেন। আল্লাহ্র উপর অগাধ বিশ্বাস রাখলে পরেই এমনটি হওয়া সম্ভব।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং হযরত আবূ উবায়দা (রা.)-এর দ্বারা ইসলামী সেনাদল সিরিয়া বিজয় করে। হযরত ওমর (রা.)-এর যূগে এ বিজয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এর নেতৃত্বে ইরান মুসলমানদের করতলগত হয়। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বের দুটি শক্তিধর সাম্রাজ্য রোম ও ইরান মুসলমানদের হস্তগত হয়।

মুসলমানদের চরম অধঃপতন ও বিপদের সময় মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতকে আশ্বস্ত করে বলেছেন 'তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে, যখন ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ইমাম হবেন। (বুখারী বাব: নুযূলে ঈসা)। তিনি (সা.) বলে গেছেন, মাহদী ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে অপর কেউ নন। *(ইবনে মাজা, বাবু শিদ্দাতুয্ যামান)*

আজ আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার চরম বিপদ ও অধঃপতনের সময় মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে ঈসা সদৃশ করে পাঠিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর (আ.)-এর জামাত দ্বারা অন্যান্য ধর্মাবলীর উপর ইসলামের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছেন।

মহানবী (সা.) বলে গেছেন 'যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে তাঁর হাতে বয়াত করবে, যদি বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল-মাহদী। *(সুনানে ইবনে মাজা, বাবু খুরুজুল মাহ্‌দী)*

মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আজ সারা বিশ্বে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামাত মহানবী (সা.)-এর পতাকা তথা ইসলামের বাণী প্রচার করে চলেছে আর অপর দিকে যাদের কাছে তিনি (সা.) এসেছেন তারা তাঁকে কাফের আখ্যা দিয়ে বিরোধীতা করে চলেছে এবং মুখের ফুৎকার দিয়ে এই ঐশী প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে চাইছে। তবে এরূপ হওয়া কখনও সম্ভব নয় কেননা এতো আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি।

ভাববার বিষয় হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। তবে কিছু তাঁর জীবদ্দশায়, কিছু তাঁর (সা.)-এর মৃত্যুর অনবহিত পরে এবং কিছু তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পরে। এছাড়াও তাঁর (সা.) অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা বিভিন্ন ভাবে পূর্ণ হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। কোনোটি তা'বীরের দিক থেকে, কোনোটি আক্ষরিক অর্থে আবার কোনোটি পূর্ণ হবার পর জানা যাচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণীটি এ ভাবে পূর্ণ হবার ছিল। হযরত ঈসা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটিও পূর্ণ হবার ছিল, তবে হাঁ কেউ যদি হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি, ইহুদীদের এলিয়া নবীর আগমনের মত আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হবে বলে বিশ্বাস করে তবে তা কখনো পূর্ণ হবে না, যেভাবে ইহুদীদের জন্য তা পূর্ণ হয়নি। এলিয়া আসলেন এবং তাদের জানালেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি আক্ষরিক অর্থে পুর্ণ হবার ছিল না বরং তা রূপক অর্থে পূর্ণ হবার ছিল কিন্তু ইহুদীরা তা মানল না এবং তারা অভিশপ্ত হয়ে গেল। কুরআন প্রতিদিন সুরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আমাদের স্মরণ করায় 'হে আল্লাহ্ তুমি আমাদের মাগযুবের পথে নিওনা'। অর্থাৎ ইহুদীদের পথে যেতে দিও না। তাই উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার দায়িত্ব হলো, হৃদয়ের চোখ খুলে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পড়া এবং তারপর হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পড়া। এরপর অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করা। তবেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে, হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে যা ভাবা হচ্ছে আসলে বিষয়টি তা নয়। হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী আসলে রূপক অর্থে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি আদেশ বুঝার এবং এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (এবং) আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃতকারী। (সুরা নুর : ৫৬)